GNP থেকে এই সমস্ত ব্যয়ের জন্য কিছু বাদ দিলে আমরা পাবো Measure of Economic Welfare বা MEW। এই MEW যদি বাড়ে তাহলেই GNP বাড়লে কল্যাণ বেড়েছে বলা যাবে, নতুবা নয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

1▶ জাতীয় আয় কাকে বলে? [*B.U. B. Com. 2009*]

কোনো দেশের জনসাধারণ উৎপাদনের কাজে অংশগ্রহণ করে কোনো নির্দিষ্ট বছরে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্য উৎপাদন করে তার অর্থমূল্যের সমষ্টিকে জাতীয় আয় বলে।

2▶ অধ্যাপক মার্শাল প্রদত্ত জাতীয় আয়ের সংজ্ঞাটি কী?

অধ্যাপক মার্শালের ভাষায়, প্রাকৃতিক সম্পদের উপর শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করে যে পরিমাণ নিট দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্য কোনো এক বছরে উৎপন্ন হয় তার মোট অর্থমূল্য হল জাতীয় আয়।

3▶ জাতীয় আয় পরিমাপের মৌলিক অভেদ কাকে বলে?

জাতীয় আয়কে তিন দিক থেকে দেখা যেতে পারে। ***প্রথমত,*** জাতীয় আয়কে উৎপাদনের সমষ্টি বা জাতীয় উৎপাদন বলে দেখা যেতে পারে। ***দ্বিতীয়ত,*** জাতীয় আয়কে সকল উপাদানের আয়ের সমষ্টি হিসাবে বিচার করা যেতে পারে। ***তৃতীয়ত,*** জাতীয় আয়কে জাতীয় উৎপাদনের উপর ব্যয়ের সমষ্টি বা জাতীয় ব্যয় হিসাবে ভাবা যেতে পারে। সুতরাং, জাতীয় উৎপাদন ≡ জাতীয় আয় ≡ জাতীয় ব্যয়। একেই জাতীয় আয় পরিমাপের অভেদ বলে।

4▶ অবচয় কাকে বলে?

দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করার জন্য মূলধনি দ্রব্যের কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়। একে বলা হয় অবচয়।

5▶ স্থূল জাতীয় উৎপাদন ও নিট জাতীয় উৎপাদন কাকে বলে?

কোনো একটি দেশে এক বছরের মধ্যে যে পরিমাণ শেষ উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী তৈরি হয়, তার অর্থমূল্য হল স্থূল জাতীয় উৎপাদন (GNP)। স্থূল জাতীয় উৎপাদন থেকে অবচয় (D) বাদ দিলে পাওয়া যায় নিট জাতীয় উৎপাদন (NNP) অর্থাৎ NNP ≡ GNP – D.

6▶ বাজার দামে স্থূল জাতীয় উৎপাদন কাকে বলে?

স্থূল জাতীয় উৎপাদন হিসাব করার সময় শেষ উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীকে টাকার অঙ্কে প্রকাশ করতে হয়। সেজন্য এ সকল দ্রব্যসামগ্রীর প্রত্যেকটিকে তার দাম দিয়ে গুণ করা হয়। এই দামগুলি যদি বাজার দাম হয়, তাহলে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের সমষ্টিকে বলা হয় বাজার দামে স্থূল জাতীয় উৎপাদন।

7▶ উৎপাদনের উপাদানের ব্যয়ে স্থূল জাতীয় উৎপাদন কাকে বলে? [*B.U. B. Com. 2011*]

বাজার দামে স্থূল জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে সরকার আরোপিত পরোক্ষ কর অথবা সরকার প্রদত্ত ভরতুকি অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই স্থূল জাতীয় উৎপাদন থেকে পরোক্ষ কর বাদ দিলে এবং ভরতুকি যোগ করলে আমরা পাই উৎপাদনের উপাদানের ব্যয়ে স্থূল জাতীয় উৎপাদন।

8▶ স্থূল জাতীয় আয় ও নিট জাতীয় আয় কাকে বলে? [*B.U. B. Com. 2007*]

একটি নির্দিষ্ট বছরে দেশের প্রতিটি উপার্জনকারী ইউনিটের আয় যোগ করলে আমরা পাই স্থূল জাতীয় আয়। স্থূল জাতীয় আয় থেকে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি বা অবচয় বাদ দিলে পাওয়া যায় নিট জাতীয় আয়।

9▶ আর্থিক জাতীয় আয় ও প্রকৃত জাতীয় আয় কাকে বলে?

কোনো দেশের নির্দিষ্ট বছরে উৎপাদিত শেষ উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণকে তাদের দাম দিয়ে গুণ করে যে অর্থমূল্যগুলি পাওয়া যায়, সেই অর্থমূল্যের সমষ্টি হল আর্থিক জাতীয় আয়। অন্যদিকে,

কোনো বছরে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হয় তাই হল প্রকৃত জাতীয় আয়। আর্থিক জাতীয় আয়কে দামস্তর দিয়ে ভাগ করলে প্রকৃত জাতীয় আয় পাওয়া যায়।

10▶ স্থূল অন্তর্দেশীয় বা অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও নিট অন্তর্দেশীয় উৎপাদন কাকে বলে?

কোনো আর্থিক বছরে কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে যে শেষ উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবাকার্য উৎপন্ন হয় তার অর্থমূল্যের সমষ্টিকে স্থূল অন্তর্দেশীয় উৎপাদন বা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP) বলে। এই স্থূল অন্তর্দেশীয় উৎপাদন থেকে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি বা অবচয় (D) বাদ দিলে পাওয়া যায় নিট অন্তর্দেশীয় উৎপাদন (NDP)। অর্থাৎ NDP ≡ GDP – D.

11▶ GNP ও GDP-র মধ্যে সম্পর্ক কী?

GNP ≡ GDP+ বিদেশ থেকে প্রাপ্ত নিট আয়। যদি এই নিট আয় ধনাত্মক হয়, তাহলে GNP > GDP হবে। যদি বিদেশ থেকে প্রাপ্ত নিট আয় ঋণাত্মক হয়, তাহলে GNP < GDP হবে। যদি এই নিট প্রাপ্তি শূন্য হয়, তাহলে GNP ≡ GDP হবে। আবার, বদ্ধ অর্থনীতিতে বিদেশিদের সঙ্গে দেনাপাওনা কিছু নেই। সেক্ষত্রেও GNP ≡ GDP হবে।

12▶ জাতীয় আয় পরিমাপের কী কী পদ্ধতি আছে? *[B.U. B. Com. 2003]*

জাতীয় আয় পরিমাপের তিনটি পদ্ধতি আছে ঃ (i) উৎপাদন সুমারি পদ্ধতি, (ii) আয় সুমারি পদ্ধতি এবং (iii) ব্যয় সুমারি পদ্ধতি।

13▶ উৎপাদন সুমারি পদ্ধতি কাকে বলে?

যে পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট বছরে শেষ উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্যের অর্থমূল্য যোগ করে জাতীয় আয় পরিমাপ করা হয়, তাকে জাতীয় আয় পরিমাপের উৎপাদন সুমারি পদ্ধতি বলে।

14▶ জাতীয় আয় পরিমাপের আয় সুমারি পদ্ধতি কাকে বলে?

যে পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপ করার জন্য কোনো নির্দিষ্ট বছরে সমস্ত উপার্জনকারী ইউনিটের নিট উপার্জন যোগ করে জাতীয় আয় পরিমাপ করা হয় তাকে জাতীয় আয় পরিমাপের আয় সুমারি পদ্ধতি বলে।

15▶ জাতীয় আয় পরিমাপের ব্যয় সুমারি পদ্ধতি কাকে বলে?

যে পদ্ধতিতে জাতীয় আয়কে জাতীয় উৎপাদনের উপর ব্যয়ের সমষ্টি হিসেবে দেখা হয় এবং শেষ উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর উপর ব্যয় যোগ করে জাতীয় আয় পরিমাপ করা হয় তাকে জাতীয় আয় পরিমাপের ব্যয় সুমারি পদ্ধতি বলে।

16▶ জাতীয় আয় পরিমাপের মূল্য সংযোজন পদ্ধতি কাকে বলে? *[B.U. B. Com. 2002]*

যে পদ্ধতিতে প্রাথমিক কাঁচামাল যখন উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে পার হয় তখন প্রতিটি স্তরে কতটা মূল্য যোগ হচ্ছে তা নির্ণয় করে প্রাথমিক মূল্যের সঙ্গে যোগ করে শেষ উৎপন্ন মূল্য নির্ণয় করা হয় তাকে মূল্য সংযোজন পদ্ধতি বলে।

17▶ জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন পদ্ধতি কেন গ্রহণ করা হয়?

উৎপাদন সুমারি পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপ করার জন্য শেষ উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য যোগ করা হয়। এই পদ্ধতিতে লক্ষ রাখতে হয় যেন একই দ্রব্যের মূল্য একাধিকবার ধরা না হয়। একাধিকবার গণনা পরিহার করার একটি পদ্ধতি হল মূল্য সংযোজন পদ্ধতি।

18▶ উৎপাদন সুমারি পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপ করতে হলে কী কী সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়?

উৎপাদন সুমারি পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপ করার ক্ষেত্রে প্রধান যে সকল সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় সেগুলি হল ঃ (i) একই দ্রব্যের মূল্য যেন একাধিক বার ধরা না হয় তা লক্ষ রাখতে হবে। (ii) মূলধনের অবচয় বাদ দিতে হবে। (iii) বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে নিট আয় জাতীয় আয়ের হিসাবের মধ্যে যোগ করতে হবে।

19▶ আয় সুমারি পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপ করতে হলে কী কী সতর্কতা দরকার?
আয় সুমারি পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপ করতে হলে যে সমস্ত সতর্কতা দরকার সেগুলি হলঃ (i) হস্তান্তর পাওনা, মূলধনি লাভ এবং বেআইনি কাজকর্ম থেকে আয় জাতীয় আয়ের হিসাবের মধ্যে ধরা চলবে না। (ii) যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের অবণ্টিত মুনাফা জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। (iii) কোনো পরিসম্পদ বিক্রির আয়কে জাতীয় আয়ের অংশ বলে ধরা চলবে না।

20▶ জাতীয় আয় পরিমাপের প্রধান অসুবিধাগুলি কী কী?
জাতীয় আয় পরিমাপের প্রধান অসুবিধাগুলি হল বাজার-বহির্ভূত দ্রব্যের সমস্যা, ধারণাগত সমস্যা, মূল্যায়নের সমস্যা, একাধিকবার গণনার সমস্যা, হস্তান্তর পাওনার সমস্যা প্রভৃতি।

21▶ মাথাপিছু আয় কাকে বলে? *[B.U. B. Com. 2006]*
কোনো দেশের জাতীয় আয়ের অঙ্ককে সেই দেশের জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়। অর্থাৎ মাথাপিছু আয় $= \frac{\text{জাতীয় আয়}}{\text{মোট জনসংখ্যা}}$।

22▶ কোনো দেশের জাতীয় আয়ের পরিমাণ প্রধানত কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?
কোনো দেশের জাতীয় আয়ের পরিমাণ যে সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ (i) প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ, (ii) জনসংখ্যা, (iii) মূলধন, (iv) উৎপাদনের কলাকৌশল ও কারিগরি দক্ষতা, (v) সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক দক্ষতা প্রভৃতি।

23▶ আয়ের চক্রাকার গতির ছকটি বর্ণনা কর। *[B.U. B. Com. 2002] অথবা,*
আয়ের বৃত্তস্রোত কাকে বলে?
অর্থনীতিতে সর্বদাই একদিকে দ্রব্য ও সেবাকার্যের এবং তার বিপরীত দিকে অর্থের প্রবাহ চলে। একেই আয়ের চক্রাকার গতির ছক বা আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহ বলে।

24▶ মূল্য সংযোজন বলতে তুমি কী বোঝ? *[B.U. B. Com. 2001]*
কোনো প্রাথমিক কাঁচামাল বা অন্তর্বর্তী দ্রব্য যখন উৎপাদনের এক স্তর থেকে আর এক স্তরে উপনীত হয় তখন ঐ কাঁচামাল বা অন্তর্বর্তী দ্রব্যের সঙ্গে যে বাড়তি মূল্য যোগ হয় তাকেই মূল্য সংযোজন বলে।

25▶ চলতি মূল্যে জাতীয় আয় ও স্থির মূল্যে জাতীয় আয় কাকে বলে?
কোনো নির্দিষ্ট বছরে উৎপাদিত শেষ উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্যকে যদি সেই বছরের দামস্তর দিয়ে গুণ করে যোগ করা হয় তাহলে জাতীয় আয়ের যে পরিমাপ পাওয়া যায় তাকে চলতি বা বর্তমান মূল্যে জাতীয় আয় বলে। অন্যদিকে, কোনো নির্দিষ্ট বছরের জাতীয় আয় পরিমাপ করার জন্য যদি অন্য কোনো বছরের (ভিত্তি বছরের) দামস্তরকে ব্যবহার করি তাহলে জাতীয় আয়ের যে পরিমাপ পাওয়া যায় সেই পরিমাপকে বলে স্থির মূল্যে জাতীয় আয়।

26▶ জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে একাধিকবার গণনা পরিহার করার উপায় কী?
জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে একাধিক বার গণনা পরিহার করার বা এড়ানোর দুটি পদ্ধতি আছেঃ (i) চূড়ান্ত বা শেষ উৎপন্ন পদ্ধতি, (ii) মূল্য সংযোজন পদ্ধতি।

27▶ চূড়ান্ত বা শেষ উৎপন্ন দ্রব্য এবং অন্তর্বর্তী দ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য কী?
যখন কোনো দ্রব্য উৎপাদনের শেষ স্তরে পৌঁছেছে এবং তা ভোগের কাজে ব্যবহার করা যাবে তখন তাকে চূড়ান্ত বা শেষ উৎপন্ন দ্রব্য বলা হবে। অন্যদিকে, যে দ্রব্য উৎপাদনের শেষ স্তরে পৌঁছায়নি, যাকে পুনরায় উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হবে তাকে অন্তর্বর্তী দ্রব্য বলে।

28▶ স্থূল অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP) কাকে বলে? *[B.U. B. Com. 2001]*
কোনো নির্দিষ্ট বছরে কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবাকার্যের অর্থমূল্যের সমষ্টিকে স্থূল অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বলে।

29▶ স্থূল জাতীয় উৎপাদন সংশোধনী (GNP deflator) কাকে বলে?

দামস্তরের পরিবর্তনের প্রভাব দূর করে প্রকৃত জাতীয় আয় পরিমাপ করতে যে সংশোধনী ব্যবহার করা হয়, তাকে স্থূল জাতীয় উৎপাদন সংশোধনী (GNP deflator) বলে।

$$\text{স্থূল জাতীয় উৎপাদন সংশোধনী} = \frac{\text{আর্থিক GNP}}{\text{প্রকৃত GNP}}$$

30▶ ব্যয়যোগ্য আয় কী? এর উপাদানগুলি কী কী?

কোনো পরিবার তার অর্জিত আয়ের যে পরিমাণ ব্যয় করতে পারে তাকে ব্যয়যোগ্য আয় বলে। ব্যয়যোগ্য আয় = মোট আয় – প্রত্যক্ষ কর + হস্তান্তর প্রাপ্তি। সুতরাং, ব্যয়যোগ্য আয়ের উপাদান তিনটি : মোট আয়, প্রত্যক্ষ কর এবং হস্তান্তর প্রাপ্তি।

31▶ উপাদান ব্যয়ে নিট অভ্যন্তরীণ আয়ের সংজ্ঞা দাও।

উপাদান ব্যয়ে জাতীয় আয়ের সঙ্গে বিদেশ থেকে প্রাপ্ত নিট আয় যোগ করলে নিট অভ্যন্তরীণ আয় পাওয়া যায়।

অর্থাৎ নিট অভ্যন্তরীণ আয় = উপাদান ব্যয়ে জাতীয় আয় + বিদেশ থেকে প্রাপ্ত নিট আয়।

32▶ দ্রব্য ও পরিসেবার উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে প্রকৃত GDP কি বৃদ্ধি পায়?

হ্যাঁ, দ্রব্য ও পরিসেবার উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে প্রকৃত GDP বৃদ্ধি পায়।